বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

সৃজনশীল প্রশ্নের মডেল উত্তর

বিষয় ঃ যুক্তিবিদ্যা

পঞ্চম অধ্যায় অধ্যায়

মডেল প্রশ্ন ঃ ১

নীল ফুল হয় সুন্দর	সকল পাখি হয় দ্বিপদ
লাল ফুল হয় সুন্দর	বক হয় একটি পাখি
অতএব সকল ফুল হয় সুন্দর	অতএব বক হয় দ্বিপদ
১ নং দৃষ্টান্ত	২ নং দৃষ্টান্ত

ক) অনুমান কী?
খ) "অনুমান এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া"- কেন?
গ) দৃষ্টা-১ কোন ধরনের অনুমান নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ) উদ্দীপকে ১নং দৃষ্টান্তের সাথে ২ নং দৃষ্টান্তের পার্থক্য কোথায়? বিশ্লেষণ করো।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

কোন জ্ঞাত বা জানা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কোনো অজ্ঞাত বা অজানা বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার মানসিক প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

অনুমান এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া। কেননা, জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের ধারণা লাভ বা মানসিক প্রক্রিয়া হলো অনুমান। অনুমানের মাধ্যমে এক ধরনের ধারণা উৎপন্ন হয়। এটি ভাষায় প্রকাশিত রূপ নয়। তাই অনুমান একটি মানসিক প্রক্রিয়া।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

উদ্দীপকের দৃষ্টান্ত-১ এ আরোহ অনুমানের প্রতিফলন ঘটেছে।
বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের বা ঘটনার পর্যবেক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপনের প্রক্রিয়াকে আরোহ অনুমান বলে। আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্তটি সবসময় আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হয়। যেমন- রিনা হয় মরণশীল, বিনা হয় মরণশীল, শান্ত হয় মরণশীল, অতএব সকল মানুষ হয় মরণশীল। উপরের যুক্তিটিতে রিনা, বিনা ও শান্ত প্রমুখ মানুষের মৃত্যুর বাস্তব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সার্বিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে,

'সকল মানুষ হয় মরণশীল।' এটি আরোহ অনুমানের দৃষ্টান্ত। এর সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক।

দৃষ্টান্ত-১ এ নীল ফুল হয় সুন্দর, লাল ফুল হয় সুন্দর, অতএব সকল ফুল হয় সুন্দর। এই যুক্তিবাক্যে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে নীল ও লাল ফুল সুন্দর হওয়ায় সার্বিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে 'সকল ফুল হয় সুন্দর।' যা আশ্রয়বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক। তাই এটি একটি আরোহ অনুমান।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

উদ্দীপকে দৃষ্টান্ত-১ হলো আরোহ অনুমান এবং দৃষ্টান্ত-২ হলো অবরোহ অনুমান। যে অনুমান প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত এক বা একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় এবং সিদ্ধান্তটি কখনোই আশ্রয়বাক্যের চেয়ে ব্যাপক হতে পারে না, তাকে অবরোহ অনুমান বলে। অন্যদিকে, যে অনুমান প্রক্রিয়ায় কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তের ওপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়, তাকে আরোহ অনুমান বলে। উদ্দীপকের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে যথাক্রমে আরোহ অনুমান ও অবরোহ অনুমান প্রকাশ পেয়েছে। আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সবসময় সার্বিক হয়। কিন্তু অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত বিশেষ বা সার্বিক হয়।

১নং দৃষ্টান্তে নীল ও লাল ফুল সুন্দর হওয়ায় সিদ্ধান্ত হয় 'সকল ফুল হয় সুন্দর।' এখানে সিদ্ধান্ত বেশি ব্যাপক অর্থাৎ, এটা আরোহ অনুমান। যার ফলে সিদ্ধান্ত বিশেষ থেকে সার্বিকে গমন করেছে। অপরদিকে ২-নং দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে সকল পাখি হয় দ্বিপদ, বক হয় পাখি, অতএব বক হয় দ্বিপদ। এখানে, সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক না অর্থাৎ, এটা অবরোহ অনুমান। যার কারণে সিদ্ধান্ত সার্বিক থেকে বিশেষে গমন করেছে। এছাড়াও অবরোহ অনুমানে আকারগত সত্যতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আরোহ অনুমানে আকারগত ও বস্তুগত উভয় সত্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সুতরাং, আরোহ অনুমান ও অবরোহ অনুমান উভয়য়েই অনুমানের দুটি দিক হলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

মডেল প্রশ্ন-২

পলাশ হয় লাল	সকল ফুল হয় লাল
জবা হয় লাল	জবা হয় ফুল
গোলাপ হয় লাল	∴ জবা হয় লা।
দৃষ্টান্ত-১	দৃষ্টান্ত-২

ক) অনুমান কী?
খ) অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে কম ব্যাপক হয় কেন?
গ) দৃষ্টান্ত-১ কোন ধরনের অনুমানকে প্রকাশ করেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ) অনুমানের প্রকৃতি অনুযায়ী দৃষ্টান্ত-১ এবং দৃষ্টান্ত-২ এর তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

কোনো জ্ঞাত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যখন কোনো অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাকে অনুমান বলে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

অবরোহ অনুমানে এক বা একাধিক আশ্রয়বাক্যের ওপর ভিত্তি করে অনিবার্যভাবে নুতন একটি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবরোহ অনুমানের প্রকৃতি এমন যে এটি অনেকটা সার্বিক থেকে বিশেষে গমনের প্রক্রিয়া। সার্বিক হলো বেশি ব্যাপক এবং বিশেষ হলো কম ব্যাপক। তাই অনেক ক্ষেত্রেই অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে কম ব্যাপক হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি আশ্রয়বাক্যের সাথে সমব্যাপক হতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই এর সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হতে পারে না।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

উদ্দীপকের দৃষ্টান্ত-১ আরোহ অনুমানকে প্রকাশ করেছে।
যে অনুমানে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হয় তাকে আরোহ অনুমান বলে। যেমন উদ্দীপকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে-

পলাশ হয় লাল
জবা হয় লাল
গোলাপ হয় লাল
অতএব, সকল ফুল হয় লাল

উপরিউক্ত উদাহরণটিতে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হয়েছে। তাই এটি আরোহ অনুমান। অনুমানসংক্রান্ত আলোচনায় আরোহ অনুমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখন করে আছে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

উদ্দীপকের 'দৃষ্টান্ত-১' এর মাধ্যমে আরোহ অনুমানের এবং 'দৃষ্টান্ত-২ এর মাধ্যমে অবরোহ অনুমানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিচে অবরোহ ও আরোহ অনুমানের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো-

১. অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় একটি আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। অন্যদিকে, আরোহ অনুমানে সকল ক্ষেত্রেই একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়।

২. অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত কোনো সময় আশ্রয়বাক্যের সাথে সমব্যাপক হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে কম ব্যাপক হয়।

৩. অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত কোনো কোনো সময় সার্বিক বাক্য হয়, আবার কোনো কোনো সময় বিশেষ বাক্যও হয়।
অন্যদিকে, আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সবসময় সার্বিক বাক্য হয়, কোনো সময়ই বিশেষ বাক্য হয় না।

৪. অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে অনুমিত হয়। অর্থাৎ, এখানে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক থাকে।
অন্যদিকে, আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে সর্বদা অনিবার্যভাবে অনুমিত হয় না। তাই এখানে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক থাকে না।

৫. অবরোহ অনুমানে আকারগত সত্যতার দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেননা আকারগত সত্যতা প্রতিষ্ঠাই এ প্রকার
অনুমানের লক্ষ্য। অন্যদিকে, আরোহ অনুমানে আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেননা উভয় প্রকার সত্যতা প্রতিষ্ঠাই আরোহ অনুমানের লক্ষ।

পরিশেষে বলা যায়, অবরোহ ও আরোহ অনুমানের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। তবে কিছু কিছু দিক থেকে এদের মধ্যে সম্পর্কও আছে।

মডেল প্রশ্ন-৩

আইমান ও রোহান পুষ্প প্রদর্শনী দেখতে যায়। গোলাপ, জবা, বেলী, চামেলীসহ বিভিন্ন ধরনের ফুলের সৌন্দর্য দেখে আইমান বলল, সব ফুল আসলে সুন্দর। তখন রোহান বলল, সবাই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, আমি তুমি যেহেতু মানুষ। তাই আমরাও এক সময় চলে যাব।

ক) অনুমান কাকে বলে?
খ) অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় কেন?
গ) রোহানের অনুমানটি কোন ধরনের অনুমান? ব্যাখ্যা কর।
ঘ) আইমান ও রোহানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

কোনো জানা তথ্য অজানা তথ্যে উপনিত হওয়ার মানসিক প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়। কারণ এর সিদ্ধান্তটিতে যে বিষয় গ্রহণ করা হয় তা প্রথমেই প্রধান আশ্রয়বাক্যে প্রাক স্বীকৃত হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ প্রধান আশ্রয়বাক্যের প্রাকস্বীকৃত রূপের জন্যই সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত হয়।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

উদ্দীপকে রোহানের অনুমানটি অবরোহ অনুমান। রোহানের অনুমানটি হলো, "সবাই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, আমি তুমি যেহেতু মানুষ, তাই আমরাও এক সময় চলে যাবো।"
রোহানের এই অনুমানটির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা আশ্রয়বাক্য বেশি ব্যাপক। তাই এটি অবরোহ অনুমানের দৃষ্টান্ত। অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে কোনোভাবেই বেশি ব্যাপক হতে পারে না। রোহানের যুক্তিটিকে প্রধান আশ্রয়বাক্যে বলা হয়েছে "সবাই" সম্পর্কে এবং সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে "আমরা" সম্পর্কে যা আশ্রয়বাক্য থেকে কম ব্যাপক। সুতরাং রোহানের যুক্তিটি অবরোহ অনুমানের দৃষ্টান্ত।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

আইমান এবং রোহানের যুক্তি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয় রয়েছে সেগুলো নিচে দেওয়া হলো।-

সাদৃশ্যঃ

১। আইমান ও রোহান উভয় অনুমান প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।
২। আইমান ও রোহান উভয় আশ্রয়বাক্য থেকে নতুন সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছে।
৩। আইমান ও রোহান উভয় বুদ্ধিবৃত্তি গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

বৈসাদৃশ্যঃ

১। আইমানের যুক্তিটি আরোহী কিন্তু রোহানের যুক্তিটি অবরোহী।
২। আইমানের যুক্তির সিদ্ধান্তটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য কিন্তু রোহানের যুক্তিটির সিদ্ধান্ত সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য নয়।
৩। আইমানের যুক্তি প্রক্রিয়ার ধরাবাঁধা কোনো গঠন কাঠামো বা নিয়ম নেই কিন্তু রোহানের যুক্তি প্রক্রিয়ার ধরাবাঁধা গঠন ও নিয়ম রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় আইমান ও রোহানের যুক্তি প্রক্রিয়া আলাদা হলেও এরা একে অন্যের সহায়ক ও পরিপূরক।

মডেল প্রশ্ন-৪

যুক্তি-১ঃ কিছু ফুল নয় সুন্দর
∴ কিছু ফুল হয় অসুন্দর
যুক্তি-২ঃ সকল বাংলাদেশি হয় দেশপ্রেমিক
মাধবী হয় বাংলাদেশি
∴ মাধবী হয় দেশপ্রেমিক

ক) আবর্তন কী?
খ) 'I' যুক্তিবাক্যের প্রতি-আবর্তন সম্ভব নয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ) যুক্তি-১ কোন অনুমানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ) উদ্দীপকে অনুমানের আলোকে যুক্তি-১ ও যুক্তি-২ এর মধ্যকার পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

ক। যে অমাধ্যম অবরোহ অনুমানে গুণের পরিবর্তন না করে আশ্রয়বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের ন্যায়সংগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় তাকে আবর্তন বলে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

প্রতি আবর্তনের নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে 'I' যুক্তিবাক্যের প্রতি আবর্তন করা যায় না। প্রতি আবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী 'I' যুক্তিবাক্যের প্রতি আবর্তন করতে গেলে প্রথমে 'I' বাক্যের প্রতিবর্তন করতে হবে। আর 'I' যুক্তিবাক্যের প্রতিবর্তন করলে পাওয়া 'O' যুক্তিবাক্য। কিন্তু'O' যুক্তিবাক্যের আবর্তন করা যায় না। তাই 'I' যুক্তিবাক্যের প্রতি আবর্তন সম্ভব নয়।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

'যুক্তি-১' অমাধ্যম অনুমানকে নির্দেশ করে।
অবরোহ অনুমানকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে একটি হলো অমাধ্যম অনুমান। অমাধ্যম অনুমানে একটি আশ্রয়বাক্য থাকে। তাই বলা যায়, যে অবরোহ অনুমানে একটি মাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় তাকে অমাধ্যম অনুমান বলে। অর্থাৎ, অমাধ্যম অনুমানে অন্যকোনো আশ্রয়বাক্যের সম্পর্ক ছাড়া কেবল একটি আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। উদ্দীপকের 'যুক্তি-১' এর দৃষ্টান্তটি হলো-
কিছু ফুল নয় সুন্দর।
∴ কিছু ফুল হয় অসুন্দর।

উপর্যুক্ত যুক্তিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিটির সিদ্ধান্ত একটি আশ্রয়বাক্যের ভিত্তিতে অনুমিত হয়েছে। তাই যুক্তিটি অমাধ্যম অনুমানের একটি যুক্তি। সুতরাং বলা যায় যে, 'যুক্তি-১' অবরোহ অনুমানের প্রকারভেদ অমাধ্যম অনুমানকে নির্দেশ করে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

উদ্দীপকের 'যুক্তি-১' অমাধ্যম অনুমানকে এবং 'যুক্তি-২' মাধ্যম অনুমানকে নির্দেশ করে। অমাধ্যম ও মাধ্যম অনুমানের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে।

অমাধ্যম অনুমান অবরোহ অনুমানের একটি শ্রেণিবিভাগ। এই প্রকার অনুমানে একটি মাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি অনুমিত হয়। তাই বলা যায় যে, অবরোহ অনুমানে একটি মাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি অনুমিত হয় তাকে অমাধ্যম অনুমান বলে। উদ্দীপকের 'যুক্তি-১' এর দৃষ্টান্তটিতে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে একটি মাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে অনুমিত হয়েছে। তাই এটি অমাধ্যম অনুমানের একটি দৃষ্টান্ত। অমাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যেরই অনেকটা পরিবর্তিত রূপ। তাই এই প্রকার অনুমানের সিদ্ধান্তে তেমন কোনো নতুনত্ব থাকে না বলে অনেকে মনে করেন।

অপরপক্ষে, মাধ্যম অনুমানে একাধিক আশ্রয়বাক্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। তাই বলা যায়, যে অবরোহ অনুমানে একাধিক আশ্রয়বাক্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় তাকে মাধ্যম অনুমান বলে। উদ্দীপকের 'যুক্তি-২' এর দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে একাধিক আশ্রয়বাক্যের সুসম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্দান্ত অনুমিত হয়েছে। তাই 'যুক্তি-২' মাধ্যম অনুমানের একটি দৃষ্টান্ত। মাধ্যম অনুমানে একাধিক আশ্রয়বাক্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়েছে। তাই 'যুক্তি-২' মাধ্যম অনুমানের একটি দৃষ্টান্ত। মাধ্যম অনুমানে একাধিক আশ্রয়বাক্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় বিধায় এর সিদ্ধান্তে নতুনত্ব থাকে। মাধ্যম অনুমানের মধ্যে অনুমানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে বিধায় কোনো কোনো যুক্তিবিদ এই প্রকার অনুমানকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমান মিলেই অবরোহ অনুমান। অবরোহ অনুমান সম্পর্কিত আলোচনায় উভয় প্রকার অনুমান গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু উপদেশ

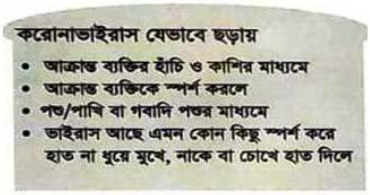

*** খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে একদম বের হবে না।

*** অবশ্যই সবসময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করবে।

*** প্রতিদিন বারবার (কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে) সাবান দিয়ে হাত ধুবে।

*** অপ্রয়োজনে মুখ, নাক ও চোখ স্পর্শ করবে না।

*** জ্বর বা কাশি হলে অন্যদের কাছ থেকে অন্তত ৩ ফুট দূরে থাকবে এবং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিবে।

*** ঘরে অযথা সময় পার না করে সিলেবাস ও সাজেশন অনুযায়ী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

ঘরে থাকো, সুস্থ থাকো। এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।